সংবাদে বিভ্রান্তি ঃ আবিষ্কার, না আত্মপ্রচার

যুগলকান্তি রায়

আগের সংখ্যায় লিখেছিলাম কিভাবে একজন ব্যাঙ্ককর্মী কোনোরকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে সংবাদ-মাধ্যমে আইনস্টাইনের 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ' তত্ত্বটিকে নস্যাৎ করার কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন । এরকম সহজ-চটুল রাস্তায় নিজেদের প্রচারের আলোয় আনার লোভ যে অনেক বিজ্ঞানীকেই পেয়ে বসেছে এবং মুদ্রণ-মাধ্যমের সঙ্গে এখন বৈদ্যুতিন মাধ্যম যোগ হওয়ায় তা যে বেড়ে চলেছে, সেকথাও আগের সংখ্যাটিতে জানিয়েছিলাম । এই তো কয়েকমাস আগে একটি টিভি চ্যানেলে যাদবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজির কয়েকজন বিজ্ঞানী ও তাঁদের ল্যাবরেটরির ছবি দেখিয়ে বলা হল তাঁরা ক্যান্সার চিকিৎসার এক অভাবনীয় উপায় বের করতে চলেছেন । অথচ, ঐ খবরে বিজ্ঞানীদের যে কথা শুনলাম তাতে বুঝলাম তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও চলছে, সিদ্ধান্তে আসতে এখনও সময় লাগবে । তাহলে প্রচারের এত তাগিদ কেন ? আমরা ঘরপোড়া গরু..., এরকম তো আগে কতই শুনেছি ! অধ্যাপিকা অসীমা চ্যাটার্জির মৃগী রোগের ওষুধ 'মার্সেলিন', চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন অধিকর্তা ডাঃ জয়শ্রী রায়চৌধুরীর ক্যান্সারের ওষুধ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দুর্লভ রায়ের ওষুধ 'জহরীন' -- এরকম আরও কত কি ! এসব 'আবিষ্কার' নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কতই না হৈ-চৈ হল, কত গল্পকথা লেখা হল । অথচ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঐগুলির প্রতিষ্ঠা, প্রয়োগ ও কার্যকারিতার প্রমাণ এতটুকু হয়নি ।

এসব ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় ১৬/১৭ বছর আগেকার একটি ঘটনার কথা । সে এক রোমহর্ষক 'আবিষ্কার'! রোমহর্ষক নয়তো কী ! যে কোনো বিষ -- সেঁকো বিষ, আর্সেনিকের বিষ থেকে শুরু করে পরমাণু বোমার তেজস্ক্রিয়তা -- সব কিছুর 'মুশকিল আসান' এই 'আবিষ্কার'। ঘটনাটি নিজে এসে বলছেন 'আবিষ্কর্তা' স্বয়ং -- যিনি এই রাজ্যেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত একজন বিজ্ঞানী । মানুষ বিশ্বাস না করে পারে ?

সময়টা ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি । দুপুরবেলা । 'আজকাল' অফিসে বসে আছি । অসীমবাবু -- মানে, 'আজকাল'-এর সহ সম্পাদক অসীম মিত্র -- একটু দূরে বসে আছেন । একজন ভদ্রলোককে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি একজন সায়েন্টিস্ট । আপনি এঁর সঙ্গে কথা বলে দেখুন ব্যাপারটা কী । বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে হচ্ছে । দেখুন, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' পৃষ্ঠায় ছাপানো যাবে কিনা ।' ভদ্রলোক এসেই নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আমি ডঃ এন. বি. সিনহা, কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী ।' বলেই তাঁর নিজের প্যাডে কয়েক পাতার ইংরেজি ও বাংলাতে টাইপ করা দুটো লেখা আমার সামনে বাড়িয়ে দিলেন । দেখলাম তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কৃষি-রসায়ন ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান' বিভাগের একজন রিডার । ডিগ্রি -- এম.এস.সি ; পি.এইচ. ডি । বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে পি.এইচ. ডি করেছেন । ভদ্রলোক বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় লিখতেন এবং যাঁর কাছে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা করেছেন সেই অধ্যাপক পি. নন্দীর সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল -- এই দুই সূত্রেই ডঃ সিনহার সঙ্গে কথা বলার একটা বেশ পরিবেশ তৈরি হয়েছিল । বললাম, 'আপনার লেখা পড়ছি পরে । আপনি মুখেই একটু বলুন না, কী ব্যাপার'। যা বললেন তাজ্জব বনে গেলাম । শুনলে সারা দুনিয়াই তাজ্জব বনে যেতো । বললেন, 'সুরূপা গুহর শরীরে যে মারকিউরিক ক্লোরাইড পাওয়া গেছলো তার বিষক্রিয়া, আর্সেনিকের বিষক্রিয়া থেকে শুরু করে নানা শিল্পজাত বিষক্রিয়া, এমন কি হিরোসিমা-নাগাসাকিতে যে পরমাণু বোমা পড়েছিল তার

তেজস্ক্রিয়তা -- সব কিছু প্রশমিত করার মতো যৌগ আমি আবিষ্কার করেছি ।' কথাটা শুনে আমি তো একেবারে থ ।

প্রাথমিক আলাপচারিতায় যে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা মুহূর্ত মধ্যে উবে গেল । এরকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দাবি করার গুরুত্ব ও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া না-বোঝার কথা ভদ্রলোকের নয় । একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, 'আপনি কী বলছেন ভেবে বলছেন ?' অবিশ্বাস করছি বুঝতে পেরে তিনি গলার স্বর নাবিয়ে বললেন, 'আমি বলছি আমি করেছি । বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এটা জানিয়েছি ।' আমি বললাম, 'বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্র, বৈজ্ঞানিক সম্মেলন, সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পত্রিকা ছেড়ে সাংবাদিক সম্মেলন কেন ?' মনে পড়ে উত্তর পেয়েছিলাম, 'বিজ্ঞানীরা তো আমার কাজ আগে জেনে গিয়ে নিজের বলে দাবি করবে । তাই সাংবাদিকদের আগে এটা জানিয়ে দিলাম ।' কথাগুলো শুনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল । তবুও ধৈর্য ধরে আবার একবার বলেছিলাম, 'আপনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার । গবেষণার যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করার কি এটাই পথ ?' এর কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি ইংরেজী ও বাংলাতে তাঁর দুটি লেখা আগে পড়ে দেখতে বললেন । ১১ জুলাই,'৮৯ তারিখের লেখা দুটির ইংরেজিটিতে দেখলাম শিরোনাম দিয়েছেন, 'Outstanding invension on pollution control measure'(দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে অসাধারণ আবিষ্কার)। তাঁর এই আবিষ্কারের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে লিখছেন, 'Patentised break through invension of Detoxification Lion-share of toxic elementie 77 elements of 103 element of Periodic Table even Nuclear pollution (Chernobil, Kasli of USSR, Japan, America) or any short of environmental pollution. Public should aware for this invension for their remedy measure' (বানান, বাক্যগঠন হুবহু তুলে দেওয়া হল)। বাংলা লেখাটির শিরোনামে লিখছেন, 'তেজস্ক্রিয় বস্তু ও অন্যান্য মৌল উপাদানঘটিত বস্তুর বিষক্রিয়ার বিস্ময়কর প্রতিবিষ আবিষ্কার ।'

বাংলা লেখাটিতে কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে ডঃ সিনহা প্রথমেই সুরূপা গুহর বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর কথা বলেছেন ; আমার কাছে এসে বলেওছেন তাই । তিনি যে সময়ে (জুলাই, '৮৯) এসেছিলেন তার প্রায় ১৫/১৬ বছর আগে (১৯৭৩/৭৪ সালে) বিজ্ঞান কলেজের গবেষিকা ও দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা সুরূপা গুহ মারা যান । তাঁর শরীরে মারকিউরিক ক্লোরাইড পাওয়া গেছলো । সুরূপা গুহ সেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন, না তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে এই নিয়ে মামলা মোকদ্দমা ; কাগজপত্রে অনেকদিন ধরে হৈ-চৈ হয়েছিল । বুঝলাম সংবাদ মাধ্যমে চমক সৃষ্টি করতে ডঃ সিনহা অত বছর আগেকার ঘটনাটি উল্লেখ করতে ভোলেন নি । তিনি ঐ লেখাতেই জানিয়েছিলেন যে, কলকাতায় তাঁর ৭, শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রিটের বাসভবনে (কলেজ স্ট্রিটের কাছে) কনক রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে একটি ছোট্ট ল্যাবরেটরি গড়ে ওখানেই এই কাজ করেছেন এবং তার পেটেন্টও নিয়েছেন । পেটেন্টের নম্বর কী, পেটেন্ট নিলেই গবেষণাকর্মের শুদ্ধতা প্রমাণ হয় কিনা, ড্রাগ কন্ট্রোলের কাছে গেলেন না কেন, এই 'আবিষ্কার' সত্য হলে তাতে তো সারা বিশ্ব আলোড়িত হওয়ার কথা -- তার সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ কোথায়, ঐ রকম একটা ল্যাবরেটরিতে ঐ রকম একটা বিশাল কর্মকান্ড সম্ভব কিনা -- এসবের কোনো সদুত্তর সেদিন পাই নি । আজ মনে পড়ে তাঁকে শেষে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'বাঙালির ঘরে তাহলে আর একটা নোবেল পুরস্কার আসছে ।' এও বলেছিলাম, 'আপনি যা আবিষ্কার করেছেন তাতে তো পরমাণু শক্তিকেন্দ্র বসানো নিয়ে আর কোনো সমস্যা, বাক্‌বিতন্ডা থাকবে না । বাচ্চাদের যেমন ট্রিপল অ্যান্টিজেন দেওয়া হয়, আপনার আবিষ্কৃত ওষুধ তার সাথে দিয়ে দিলে কোনো বিষক্রিয়া, তেজস্ক্রিয়ায় ক্ষয়ক্ষতি হবে না -- সারা দেশ জুড়ে নিশ্চিন্তে পরমাণু শক্তিকেন্দ্র বানিয়ে গেলেই চলবে ।' অবাক হয়ে এখনও ভাবি, আবার খারাপও লাগে, আমার ঠাট্টা তিনি বুঝলেন না । তিনি সাগ্রহে বললেন, 'ঠিকই তো । আমি তো লিখেছি যে, এমন ৭/৮টি জৈব রাসায়নিক বস্তু আমি আবিষ্কার

করেছি যার সঙ্গে ৭৭টার বেশি মৌল উপাদানের প্রতিক্রিয়ায় ঐ সমস্ত উপাদানের বিষাক্তভাব নষ্ট হবে এবং তা শরীরের রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে । এজন্য সারা পৃথিবীর মানুষকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আবেদন জানিয়েছি ।' বলেই তিনি নিজে হাতে লিখেছেন, 'কোনও ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বা বিদেশ যদি প্রয়োজন মনে করেন এই বিজ্ঞানের আবিষ্কার দ্বারা উপকৃত হবেন তবে আবিষ্কারকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ।' কী জানি কী ভাবলেন, আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, ''তাহলে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি'-পৃষ্ঠায় এটা ছাপানো হচ্ছে তো ?'' বললাম, 'না'। ডঃ সিনহা এরপর চলে গেলেন । তবে যাওয়ার আগে লেখার একটা কপি দিয়ে বললেন, ''আপনাকে দিলাম, আবার পড়ে দেখবেন ।''

অসীমবাবু সবই শুনেছিলেন । তারপর দিন দশ-বারো কেটে গেছে । একদিন অসীমবাবু আমাকে ডেকে নিউজ ডেস্কে আসা পি. টি. আই-এর একটি খবর দেখালেন যেখানে পি. টি. আই ডঃ সিনহার 'আবিষ্কার'-এর খবরটি ছোট্ট করে জানাচ্ছে । অসীমবাবুকে শুধু বলেছিলাম, 'কোনো বৈজ্ঞানিক ফোরাম ছাড়া এসব সংবাদের গুরুত্ব নেই । তাছাড়া, ভেবে দেখুন এর যা বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব তাতে তো সারা পাতা জুড়ে এই সংবাদ দেওয়ার কথা ।' বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-পৃষ্ঠায় এটা বেরোয় নি । কিন্তু ২৪শে জুলাই, '৮৯-এর 'আজকাল'-এর সাধারণ পৃষ্ঠায় পি. টি. আই-এর সূত্র উদ্ধৃত করে **'তেজনিষ্ক্রিয়'** নামে একটি ছোট্ট সংবাদে বলা হল --

> **শরীরে প্রবেশ করা তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য একটি যৌগ আবিষ্কৃত হয়েছে । এই যৌগের সাহায্যে শিল্পায়নজাত দূষণের বিরুদ্ধেও সফল প্রতিরোধ করা সম্ভব । বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান শাখার রিডার এন. বি. সিনহা এই যৌগের আবিষ্কর্তা । তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ দাবি করেছেন ।**

আজ অনেক কথা মনে আসে । একটি সরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করাকালীন ডাঃ সুভাষ মুখার্জি সরকারের অনুমতি না নিয়ে ব্যক্তগতভাবে একটি গবেষণা করেছিলেন এবং তার প্রচার ও প্রয়োগ করেছিলেন, এই অভিযোগে যদি তাঁকে সাত-সদস্যের তদন্ত কমিটির চক্রব্যূহের মধ্যে ফেলা হয় । তাহলে কোনো জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থায় কর্মরত বিজ্ঞানীরা অবলীলাক্রমে আবিষ্কারের নামে নিজেদের প্রচার করে যান কিভাবে ? মানুষকে বিভ্রান্ত করার অধিকার কি বিজ্ঞানীদের আছে ? বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচারে সংবাদমাধ্যমগুলিও কি সতর্ক হবে না ?